B.A. Education (General)
Sem – II, Core course (CC-1B) [বৃদ্ধি ও বিকাশ]
(Educational psychology)
Unit – II; Growth & development.

Q. বৃদ্ধি বলতে কী বোঝায় (Growth)

⇒ বৃদ্ধি বলতে অবিরত একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত দৈহিক পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বোঝায়. বৃদ্ধির ফলে আকার বা আয়তনের পরিবর্তন সাধিত হয়. মানুষের জীবন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হল একটি আকস্মিক ঘটনা, (casual). যেমন শিশুর বৃদ্ধি হয়েছে বলতে বোঝায় - দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে।

Q. বিকাশ বলতে কী বোঝায়? (Development)

⇒ বিকাশ বলতে অবিরত দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক প্রভৃতির পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বোঝায়। বিকাশের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই অর্থাৎ বিকাশ হল একটি আজীবনব্যাপী প্রক্রিয়া।

Q. বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে পার্থক্য –

বৃদ্ধি	বিকাশ.
a. আকার ও আয়তনের পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বৃদ্ধি বলে।	a. মানবের বিভিন্ন ক্রিয়াগত পরিবর্তনকে বিকাশ বলে।
b. বৃদ্ধি পরিমাপযোগ্য. (Measurable)	b. বিকাশ হল পর্যবেক্ষনযোগ্য. (Observable)
c. পরিণমনে বৃদ্ধির সমাপ্তি ঘটে।	c. বিকাশ জীবনকালব্যাপী প্রক্রিয়া.
d. বৃদ্ধি বলতে অবিরত দৈহিক পরিবর্তনকে বোঝায়.	d. বিকাশ হল দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক প্রভৃতির সমন্বয়
e. বৃদ্ধি হল পরিমাণগত পরিবর্তন.	e. বৃদ্ধি হল গুণগত পরিবর্তন.

Md. Samsuzzaman
Part time Teacher,
Education department,
Krishna chandra College,
Hetampur, Birbhum.
Date: – 6/4/2020

Scanned by CamScanner

জীবন বিকাশের স্তর
(Stages of Human Development)

প্রথম পরিচ্ছেদ ▶ প্রস্তাবনা

জীবন বিকাশের স্তরের সঙ্গে শিক্ষার স্তর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। স্তরের পাঠক্রম রচনা করার পূর্বে শিশুর জীবন বিকাশের ধারাটি সম্পর্কে অবগত হতে হবে। কারণ প্রস্তাবিত পাঠক্রমটি সব সময় জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরের অনুসারী হবে। তবেই তার কার্যকারিতা থাকবে। যদি তার বিপরীতটি ঘটে অর্থাৎ জীবন বিকাশের ধারা পাঠক্রমকে অনুসরণ করে, তাহলে সেই পাঠক্রম যত উন্নত মানের হোক না কেন, কোনও কাজেই আসবে না। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, পদ্ধতি, বিদ্যালয় পরিবেশ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে শিশুর জীবন বিকাশের ধারাটি বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি। কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শিশু। এই শিশুকে কেন্দ্র করে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা, শিক্ষক, শিক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি আবর্তিত হয়। সেইজন্য সমগ্র শিক্ষা প্রক্রিয়া এমনভাবে পরিচালিত হবে যাতে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের ধারাটি অব্যাহত থাকে। স্বাভাবিক বিকাশ যথাযথভাবে হলে তবেই তার পক্ষে সমাজের এই জটিল আবর্তে টিকে থাকা সম্ভব হবে। শিক্ষার স্তর বিভাজন, উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং পাঠক্রম নির্বাচন যেন মনোবিজ্ঞান সম্মত হয়। সবার আগে জীবন বিকাশের স্তরকে বিবেচনা করতে হবে, তারপরে আসবে শিক্ষার স্তর। শিক্ষার স্তরের পর আসবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। এমনিভাবে ধাপে ধাপে সমগ্র শিক্ষা এগিয়ে যাবে। সুতরাং সমগ্র ক্রমটি হল—জীবন বিকাশের স্তর, শিক্ষার স্তর, শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, বিদ্যালয়, পদ্ধতি ইত্যাদি।

জীবন বিকাশের অনুসারী শিক্ষাক্রম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ▶ জীবন বিকাশের স্তর

মনোবিদগণ জীবন বিকাশের স্তরকে বিভিন্ন দিক থেকে ভাগ করেছেন। কেউবা বয়সের দিক থেকে, আবার কোনও কোনও মনোবিদ শিক্ষার স্তরের দিক থেকে জীবন বিকাশের ধারাকে ভাগ করেছেন। প্রথমেই উল্লেখ করা হল মনোবিদ পিকুনাস (Pikunas)-এর বয়সের দিক থেকে শ্রেণিবিভাগটি। পিকুনাস মানুষের জীবন বিকাশের ধারাকে দশটি স্তরে ভাগ করেছেন। এগুলি হল—(১) প্রাক-জন্ম স্তর, (২) সদ্যোজাত স্তর, (৩) প্রথম শৈশব স্তর, (৪) শৈশবের শেষ স্তর, (৫) প্রাথমিক বাল্যস্তর, (৬) মাধ্যমিক বাল্যস্তর, (৭) প্রান্তীয় বাল্যস্তর, (৮) যৌবনাগম স্তর, (৯) প্রাপ্তবয়স্ক স্তর এবং (১০) বার্ধক্য। বয়সের দিক থেকে এই পর্যায়গুলিকে ভাগ করলে দেখা যায়—(১) প্রথম গর্ভসঞ্চারের পর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রাক্ মুহূর্ত পর্যন্ত হল প্রাক-জন্মস্তর, (২) জন্মের পর থেকে প্রথম চার সপ্তাহ হল সদ্যোজাত স্তর, (৩) একমাস বয়স থেকে দেড় বছর বয়স পর্যন্ত হল প্রথম শৈশব স্তর, (৪) দেড় বছর বয়স থেকে আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত হল শৈশবের শেষ স্তর, (৫) আড়াই বছর বয়স থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত হল প্রাথমিক বাল্যস্তর, (৬) পাঁচ বছর বয়স থেকে নয় বছর বয়স পর্যন্ত হল মাধ্যমিক বাল্যস্তর, (৭) নয় বছর বয়স থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত হল প্রান্তীয় বাল্যস্তর, (৮) বারো থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত হল যৌবনাগম স্তর, (৯) একুশ থেকে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক স্তর এবং (১০) সত্তর বছর পরের বয়সকাল হল বার্ধক্য।

পিকুনাসের শ্রেণিবিভাগ

অন্যদিকে মনোবিদ **আর্নেস্ট জোন্স** (Earnest Jones) জীবন বিকাশের স্তরকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হল—(১) শৈশব, (২) বাল্য, (৩) কৈশোর এবং (৪) প্রাপ্তবয়স্ক। বয়স অনুযায়ী এই ভাগগুলি হল—(১) ১-৫ বছর বয়স পর্যন্ত হল শৈশব, (২) ৫-১২ বছর বয়স পর্যন্ত হল বাল্য, (৩) ১২-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত হল কৈশোর এবং (৪) ১৮ থেকে পরবর্তী বয়সকাল হল প্রাপ্তবয়স্ক।

জোন্সের শ্রেণিবিভাগ

অনেক শিক্ষাবিদ শিক্ষার স্তর অনুযায়ী জীবন বিকাশের ধারাকে ভাগ করেছেন। যেমন—(১) প্রাক-বিদ্যালয় স্তর, (২) প্রাথমিক শিক্ষার স্তর, (৩) উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার স্তর, (৪) নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর এবং (৫) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর। বয়সকাল অনুযায়ী এই ভাগগুলি হল—(১) জন্ম থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত হল প্রাক-বিদ্যালয় স্তর। (২) ৬-৮ বছর বয়স পর্যন্ত হল প্রাথমিক শিক্ষার স্তর। শ্রেণির দিক থেকে এটি হল প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় শ্রেণি এবং তৃতীয় শ্রেণি। (৩) ৯-১২ বছর বয়স পর্যন্ত হল উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার স্তর। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণি হল এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। (৪) ১৩-১৫ বছর বয়স পর্যন্ত হল নিম্ন মাধ্যমিক স্তর। অর্থাৎ অষ্টম, নবম এবং দশম শ্রেণি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। (৫) ১৬-১৭ বছর বয়স পর্যন্ত হল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর। একাদশ শ্রেণি এবং দ্বাদশ শ্রেণি হল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার কাল। নিম্নে বয়স অনুযায়ী শিক্ষাস্তরের সিঁড়িটি (Educational Ladder) দেখানো হল।

শিক্ষার স্তর অনুযায়ী বিভাজন

বয়স	শ্রেণি	শিক্ষার স্তর	জীবন বিকাশের স্তর
১৭+	XII	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর	কৈশোর
১৬+	XI		
১৫+	X	নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর	
১৪+	IX		
১৩+	VIII		
১২+	VII	উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার স্তর	বাল্য
১১+	VI		
১০+	V		
৯+	IV		

Scanned by CamScanner

বয়স	শ্রেণি	শিক্ষার স্তর	জীবন বিকাশের স্তর
৮+	III	প্রাথমিক শিক্ষার স্তর	বাল্য
৭+	II		
৬+	I		
৫+	KG III	প্রাক্-বিদ্যালয় স্তর	শৈশব
৪+	KG II		
৩+	KG I		
২+	ক্রেশ		
১+			
জন্ম			

বর্তমানে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরগুলিকে অনুরূপভাবে ভাগ করা হয়েছে। শিক্ষার স্তরগুলি নির্ধারিত হয়েছে শিক্ষার্থীর বয়সের দিক থেকে। তবে শিক্ষার স্তর নির্ধারণের

উপসংহার

সময় জীবন বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়গুলির প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ফলে শৈশব অর্থাৎ জন্ম থেকে ৫+ বছর বয়স পর্যন্ত স্তরটির নাম দেওয়া হয়েছে প্রাক্-প্রাথমিক স্তর (Pre-primary Stage), বাল্য অর্থাৎ ৬+ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত স্তরটির নাম দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক স্তর (Primary Stage), কৈশোর অর্থাৎ ১২+ থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত স্তরটির নাম দেওয়া হয়েছে মাধ্যমিক স্তর (Secondary Stage) এবং তার পরবর্তী স্তরটি হল উচ্চশিক্ষার স্তর (Higher Education Stage)। তবে জীবন বিকাশের ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষার স্তরগুলি হল—(১) শৈশবের শিক্ষার স্তরটির নাম প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার স্তর, (২) বাল্যের শিক্ষার স্তরের নাম প্রাথমিক এবং (৩) কৈশোরের শিক্ষার স্তরের নাম মাধ্যমিক। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তর দুটি ভাগে বিভক্ত—নিম্ন মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক। জীবন বিকাশের ধারার সঙ্গে শিক্ষার স্তর নিচের চার্টের মাধ্যমে দেখানো হল—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ▶ শৈশবের বৈশিষ্ট্য

জন্ম থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত কালকে বলা হয় শৈশবকাল (Infancy)। শিক্ষার দিক থেকে এটি হল প্রাক্-বিদ্যালয় স্তর। এই সময়ে শিশুর বিকাশের হার অত্যন্ত বেশি। শিশুর যে সমস্ত দিকের বিকাশ শৈশবে ঘটে থাকে তা হল—দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক এবং সামাজিক।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য

দৈহিক বিকাশের হার শৈশবে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রথম দু' বছর শিশু লম্বায় ১০ ইঞ্চি থেকে ১৫ ইঞ্চি বাড়ে। দাঁত ওঠা শুরু হয়। স্নায়ুতন্ত্রের দ্রুত বিকাশ ঘটে এবং স্নায়ুকোষ পুষ্টিলাভ হয়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বেশি বড়ো হয় ও তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময়ে ইন্দ্রিয়গুলির কার্যক্ষমতার মধ্যে পূর্ণতা আসে। অন্যদিকে দেহ সঞ্চালনের (Motor Development) বিকাশ দ্রুত হতে থাকে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পৃথকভাবে কাজ করার উপযোগী হয়ে ওঠে। তার ফলে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বিভিন্ন দৈহিক কাজগুলির মধ্যে একটি সমন্বয় দেখা যায়। তার ফলে শিশু প্রথম পর্যায়ে ৪ মাস বয়সে বসতে শেখে, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৮ মাস বয়সে হামাগুড়ি দিতে শেখে, তৃতীয় পর্যায়ে ১০ মাস বয়সে দাঁড়াতে শেখে এবং চতুর্থ পর্যায়ে ১ বছর বয়সে হাঁটতে শেখে। এই সময়ের মধ্যে শিশুর দেহ কোনোভাবে তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

মানসিক বৈশিষ্ট্য

এই সময়ে মানসিক বিকাশের দিক থেকেও শিশুর মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মানসিক বিকাশের দিক হিসাবে বিশেষভাবে ভাষার বিকাশ (Language Development) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নয় মাস বয়সে শিশু এক শব্দাংশ যুক্ত (Monosyllabic) শব্দ নিজের অজান্তেই বলতে শুরু করে। যেমন—মা-মা, বা-বা ইত্যাদি। এই শব্দগুলি তার কাছে অর্থহীন। প্রায় এক বছর বয়সে শিশু শব্দের অর্থ বুঝতে শেখে। যেমন—মা যখন দুধের বোতলে হাত দিয়ে 'দুধ' কথাটি উচ্চারণ করেন তখন শিশু সেটি লক্ষ করে ওই বিশেষ বস্তুটির নাম শেখে। এইভাবে শিশু বিভিন্ন বস্তুর নাম আয়ত্ত করে। শুধু তাই নয় ধীরে ধীরে সে ভাষার ব্যবহারও করতে শেখে। ২১ থেকে ২৪ মাস বয়সের মধ্যে দু-তিনটি শব্দের মাধ্যমে শিশু মনের ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। তিন বছর বয়সে শিশু ২২০টি শব্দের প্রয়োগ করতে পারে। আর চার বছর বয়সে শিশু তার দেখা ঘটনার বর্ণনা দিতে পারে। মনোবিদ স্মিথের একটি গবেষণায় দেখা যায় যে এক বছর বয়সে শিশু ৩টি, দুই বছর বয়সে ২৭২টি, তিন বছর বয়সে ৮৯৬টি, চার বছর বয়সে ১৫৪০টি এবং পাঁচ বছর বয়সে ২০৭২টি শব্দ শেখে। এছাড়া শৈশবকালে শিশুর মধ্যে কৌতূহল প্রবৃত্তির বিকাশ, অনুসন্ধান করার ইচ্ছা ও কল্পনাশক্তির বিকাশের প্রাথমিক পর্ব শুরু হয়। ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ ফল থেকে দেখা যায় যে প্রাথমিক অবস্থায় দেশ, কাল ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমবয়সী সমস্ত শিশুর বাচনিক বিকাশের মধ্যে যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়। বিশেষভাবে মেরয়ুক (Meryuk), লিবারগট (Libergott), স্কাল্‌ৎস্ (Schultx) প্রমুখ মনোবিদদের গবেষণা থেকে জানা যায় যে শব্দ চয়ন করার হার সমবয়সীদের ক্ষেত্রে প্রায় একই রকমের হয়। প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের সময় শিশুদের শব্দভাণ্ডার হল প্রায় আট হাজার।

প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য

শিশুর জীবনে এই সময়ে প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional Development) বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্রিজেস (Bridges)-এর মতে, ৩ মাস বয়স থেকেই শিশুর প্রক্ষোভ বিশেষায়িত হতে শুরু করে। জন্মের সময় শিশুর মধ্যে শুধু সাধারণ উত্তেজনা লক্ষ করা যায়। ৩ মাস বয়সে সাধারণ উত্তেজনা থেকে দুটি প্রক্ষোভের উদ্ভব ঘটে—আনন্দ ও অস্বাচ্ছন্দ্য। আনন্দ রূপ প্রক্ষোভটি ৬ মাস বয়সে উচ্ছ্বাসে, ১২ মাস বয়সে বড়োদের প্রতি ভালোবাসায় এবং ১৫ মাস বয়সে ছোটোদের প্রতি ভালোবাসায় বিশেষায়িত হয়। আবার, অস্বাচ্ছন্দ্য রূপ প্রক্ষোভটি ৪ মাস বয়সে রাগে, ৫ মাসে

Scanned by CamScanner

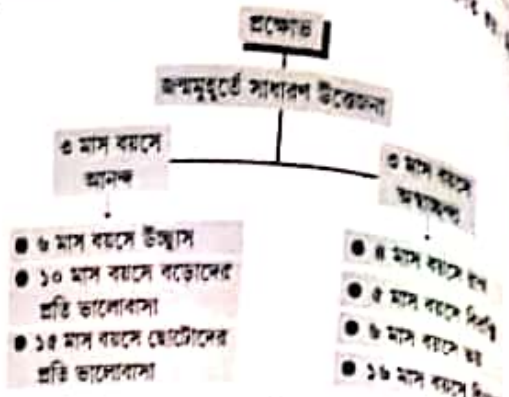

ভিত্তিতে, ৮ মাস বয়সে ভয়ো এবং ১৬ মাস বয়সে হিংসায় পরিণত হয়। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রাক্ষোভিক ধারাটি দেখানো হল—

সামাজিক বিকাশের দিক থেকেও এই বয়সের শিশুদের মধ্যে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। জন্মের সময় শিশুর মধ্যে কোনও সামাজিক আচরণ পরিলক্ষিত হয় না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে শিশুর সামাজিক বিকাশ আরম্ভ হয়। প্রথমে তার মা-কে কেন্দ্র করে শিশুর সামাজিক বিকাশ শুরু হয়। পরবর্তীকালে বাবা, ভাই ও বোনেদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে তার সামাজিক বিকাশ হতে থাকে। পরিবার ছাড়াও প্রতিবেশী সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে শিশু নানা বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করে। প্রথম বছরে শিশুর বন্ধুর সংখ্যা থাকে এক। দ্বিতীয় বছরে সেটা দাঁড়ায় ২/৩ তিনে। এইভাবে ধীরে ধীরে তার বন্ধুর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং অন্যান্য জনের সঙ্গে মিলেমিশে চলার জন্য সে নিজেকে উপযুক্ত করে তোলে। ফলে শিশুর মধ্যে সহযোগিতা ও সহানুভূতির মতো সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ▶ শৈশবের চাহিদা

সাধারণত অভাববোধ থেকে চাহিদা সৃষ্টি হয়। আর চাহিদাগুলিই শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থাৎ কোনও আচরণ সুসম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন চাহিদা। যেহেতু শিশুর আচরণগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ, এই তার চাহিদার সংখ্যাও অনেক। মনোবিদগণ শিশুর এই সমস্ত চাহিদাগুলিকে জীবন বিকাশের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণিতে বিভাজন করেছেন। মানব জীবন বিকাশের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল— দৈহিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ এবং সামাজিক বিকাশ। দৈহিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত চাহিদাকে বলা হয় দৈহিক চাহিদা। মানসিক বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চাহিদা হল মানসিক চাহিদা। আর সামাজিক বিকাশের জন্য শিশুর মধ্যে যে ধরনের চাহিদার উদ্ভব ঘটে তাকে বলা হয় সামাজিক চাহিদা। সুতরাং শিশুর তিন প্রকার চাহিদা হল— দৈহিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা এবং সামাজিক চাহিদা। দৈহিক চাহিদাগুলি হল খাদ্যের চাহিদা, সক্রিয়তার চাহিদা, পুনরাবৃত্তির চাহিদা, জ্ঞান-সঞ্চালনের চাহিদা ইত্যাদি। আবার মানসিক চাহিদাগুলি হল ভালোবাসার চাহিদা, আত্মপ্রকাশের চাহিদা ইত্যাদি। অন্যদিকে সামাজিক চাহিদাগুলি হল নিরাপত্তার চাহিদা, সহযোগিতার চাহিদা, সাহচর্যের চাহিদা ইত্যাদি। নিম্নে এগুলি আলোচনা করা হল।

ভূমিকা

(ক) দৈহিক চাহিদা : দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চাহিদাগুলি হল দৈহিক চাহিদা। এই চাহিদাগুলি সর্বজনীন ও সহজাত। শিক্ষার উপর এগুলি নির্ভর করে না। শিশুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দৈহিক চাহিদা হল—

(১) খাদ্যের চাহিদা : দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির জন্য শিশুর মধ্যে এই ধরনের চাহিদা দেখা দেয়। বয়স যত বাড়তে থাকে শিশুর মধ্যে খাদ্যের চাহিদাও তত বেশি পরিমাণে দেখা দেয়। এমনঅবস্থায় শিশু হাতের সামনে যা পায় তাই সে ভক্ষণ করার চেষ্টা করে।

(২) সক্রিয়তার চাহিদা : কর্মেন্দ্রিয় ও পেশিতন্ত্রের বিকাশের ফলে শিশুর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। সে তার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে সুসামঞ্জস্যভাবে সঞ্চালিত ও ব্যবহার করতে চায়। এর ফলে তার মধ্যে যে ধরনের চাহিদার উদ্ভব হয় তাকে বলে সক্রিয়তার চাহিদা। এই চাহিদার জন্য শিশু সব সময় কিছু না কিছু কাজ করতে চায় কিংবা খেলা করতে চায়।

(৩) পুনরাবৃত্তির চাহিদা : দৈহিক সক্রিয়তার জন্য শিশুর মধ্যে আরও এক ধরনের চাহিদা লক্ষ করা যায়। এটি হল পুনরাবৃত্তির চাহিদা। এই চাহিদার জন্য শিশু একই ধরনের কাজ বারবার সম্পন্ন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনও জিনিস ছুঁড়ে দেওয়ার পর সেটি শিশুর হাতে ফিরিয়ে দিলে তা আবার সে ছুঁড়ে দেয়। একই ধরনের কাজ বারবার সম্পাদন করে সে তার চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটায়।

(খ) মানসিক চাহিদা : শিশুর মানসিক প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত চাহিদাগুলিকে বলা হয় মানসিক চাহিদা। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যে সমস্ত মানসিক প্রবণতা আছে সেগুলি যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত হতে না পারলে মানসিক চাহিদার সৃষ্টি হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মধ্যে নানা ধরনের মানসিক চাহিদা দেখা দেয়। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক চাহিদাগুলি হল—

(১) নিরাপত্তার চাহিদা : শিশু সব সময় বয়স্কদের কাছ থেকে নিরাপত্তা আশা করে। নিরাপত্তার অভাব দেখা দিলে কিংবা বাধার ঘটলে শিশুর মধ্যে যে চাহিদার সৃষ্টি হয় তাকে বলে নিরাপত্তার চাহিদা। শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার চাহিদা বিভিন্ন দিক (যেমন—দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক) থেকে সৃষ্টি হতে পারে।

(২) ভালোবাসার চাহিদা : ভালোবাসার অভাব ঘটলে শিশুর মধ্যে এই ধরনের চাহিদার উদ্ভব ঘটে। এই চাহিদাটি শিশুর কাছে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং প্রবল। একদিকে শিশু যেমন অপরের কাছ থেকে ভালোবাসা আশা করে, অন্যদিকে তেমনি সে অপরকে ভালোবাসতে চায়।

(৩) আত্মপ্রকাশের চাহিদা : শিশু সব সময় নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা জন্মায়। বিশেষভাবে এই চাহিদা থেকে শিশুর মধ্যে সৃজনী শক্তির বিকাশ ঘটে। এই চাহিদার জন্য শিশু ছবি আঁকে এবং মাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে ভালোবাসে।

(৪) অনুকরণের চাহিদা : শিশু খুব সহজেই অপরের আচরণ অনুকরণ করতে পারে। অনুকরণের মাধ্যমেই তারা বয়স্কদের আচরণ আয়ত্ত করে। এই সময়ে তাদের অনুকরণ করার প্রবৃত্তি খুবই প্রবল থাকে। এই ধরনের প্রবৃত্তির তাড়নায় শিশুর মধ্যে অনুকরণের চাহিদা দেখা দেয়।

(৫) কৌতূহলের চাহিদা : কৌতূহলের চাহিদা শিশুর মধ্যে থাকার জন্যই শিশু বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। কৌতূহলের প্রবণতা থেকে তার মধ্যে উদ্ভূত হয় কৌতূহলের

Scanned by CamScanner